নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

স্মরণীয়-বরণীয়

চলনবিলের কৃতীসন্তান রাজশাহীর নন্দিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাদার বখ্‌শ

১৯০৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রাজশাহীর নাটোর মহকুমার (বর্তমান নাটোর জেলার) সিংড়া উপজেলার চৌগ্রাম ইউনিয়নের স্থাপনদীঘি গ্রামে চলনবিলের কৃতীসন্তান মাদার বখ্‌শ জন্মগ্রহণ করেন।

সংগ্রহে- এস.এম. জিয়াউর রহমান লেলিন প্রকাশ: ২২ অক্টোবর ২০২৬ ৪ মিনিট পাঠ



যিনি শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করে রাজশাহীর ইতিহাসে অনন্য স্থান দখল করে আছেন। তিনি হচ্ছেন কিংবদন্তি শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক, আইনজীবী, সমাজসেবক ও ভাষাসংগ্রামী মরহুম মাদার বখ্‌শ। অবিভক্ত ভারত ও পরবর্তীতে পাকিস্তানে যে সব ব্যক্তির প্রচেষ্টায় রাজশাহী আজ শিক্ষা নগরী হিসাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছে, মাদার বখ্‌শ তাদের মধ্যে স্মরনীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। তাই সাপ্তাহিক হিসাব পরিবারের পক্ষ থেকে মাদার বখ্‌শ এর প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা। মাদার বখ্‌শ এর সংগ্রামী জীবন এবং শিক্ষার প্রতি অবদান সমাজের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। বর্তমান প্রজন্মের জন্য তার জীবন ও শিক্ষার প্রতি অবদান তুলে ধরার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

মাদার বখশ ১৯০৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রাজশাহীর নাটোর মহকুমার (বর্তমান নাটোর জেলার) সিংড়া উপজেলার চৌগ্রাম ইউনিয়নের স্থাপনদীঘি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত মেধাবী মাদার বখশ ১৯২২ সালে নিজ এলাকা সিংড়ার চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তিনি ১৯২৪ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯২৬ সালে বিএ পাস করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সালে ইতিহাসে এমএ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে আইন শাস্ত্রে বিএল ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি রাজশাহী বারে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। সচ্ছল পরিবারের সন্তান মাদার বখ্‌শ এলাকার দরিদ্র মানুষের বিনা সম্মানীতে আইনগত সেবা প্রদান করে অল্প সময়ে জনপ্রিয় আইনজীবী হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসনামলের শেষদিকে মাদার বখ্‌শ মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের মনোনয়ন নিয়ে মাদার বখ্‌শ রাজশাহীর (আত্রাই, বাগমারা ও মান্দা) এলাকা থেকে অবিভক্ত বাংলার বঙ্গীয় আইন পরিষদের (মেম্বার অব লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী) সদস্য (এম.এল.এ) নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত এম.এল.এ বা সদস্যদের নিয়ে পাকিস্থানের প্রথম গণপরিষদ বা জাতীয় পরিষদ গঠন করা হয়। দেশ বিভাজনের পর ১৯৪৭ থেকে ৫৪ পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন মাদার বখ্‌শ । পাশাপাশি ১৯৫০-৫৪ সালে তিনি রাজশাহী পৌরসভার (বর্তমানে সিটি করপোরেশন) প্রথম নির্বাচিত পৌর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ভাষা আন্দোলনের কিছুদিন আগ থেকেই মূলত রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের সাথে একাত্ব হন তৎকালীন এম.এল.এ আইনজীবী মাদার বখশ। ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি ৬ ভুবন মোহন পার্কে আরও একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাদার বখ্‌শ পাকিস্তান সরকারকে হুশিয়ার করে বলেন, যদি রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

না হয় তবে উত্তরবঙ্গকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ দাবি করতে আমরা বাধ্য হব। মাদার বখ্‌শের এই বক্তব্যে সাড়া পড়ে দেশের সুধী মহলে এবং সাথে সাথে টনক নড়ে সরকারেরও। অবশেষে ১৯৫৩ সালের ৩১ মার্চ প্রাদেশিক আইনসভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আইন পাশ হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষিত ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্তদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যুক্ত করেন। তিনি নিজেও আইন বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন। নতুন উপাচার্য প্রফেসর ইতরাত হোসেন জুবেরীকে সঙ্গে নিয়ে মাদার বখ্‌শ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তার স্বপ্নের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে তিনি পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্বের লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উচ্চশিক্ষার প্রতি তার অনুরাগ ও আত্মত্যাগ মানব সমাজে বিরল!

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখার কারণে ১৯৭৪ সালের তৎকালীন সরকার মরহুম মাদার বখ্‌শের প্রতি সম্মানার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত আবাসিক ছাত্র হল “মাদার বখ্‌শ হল” নামে নামকরণ করে। এ সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন মাদার বখ্‌শেরই স্নেহধন্য প্রয়াত শিক্ষাবিদ ড. মযহারুল ইসলাম।

মাদার বখ্‌শ একজন কিংবদন্তি শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক, আইনজীবী, সমাজসেবক। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্যোগে চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক কলেজ, রাজশাহী মহিলা কলেজ, রাজশাহী গার্লস মাদ্রাসা (বর্তমানে গার্লস হাইস্কুল), রাজশাহী মুসলিম হাইস্কুল, সোবহানিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (কোর্ট একাডেমি নামে পরিচিত), লক্ষ্মীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়সহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও বৃহত্তর রাজশাহীসহ উত্তরবঙ্গের মানুষকে শিক্ষিত করতে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

পাশাপাশি পৌর চেয়ারম্যান হিসেবে রাজশাহীর বিশাল বিপণিবিতান 'নিউমার্কেট' নির্মাণের পরিকল্পনা ছাড়াও হরিজনদের জন্য স্কুল ও শহরবাসীর পানি সংকট দূর করতে অসংখ্য পুকুর খনন করেছিলেন মাদার বখ্‌শ।

রাজশাহী অঞ্চলে মহান ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রপথিক। বিশেষ করে, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মাদার বখ্‌শ। বেতারের মাধ্যমে এ সংবাদ জানাজানি হলে প্রতিবাদে পরদিনই (২২ ফেব্রুয়ারি) রাজশাহী ভুবনমোহন পার্কে সমাবেশের প্রধান বক্তা হিসেবে তিনি বক্তৃতা করেন। নিজ দলীয় খুনি নূরুল আমীন সরকারকে তীব্র সমালোচনা করায় তাকে জেলে যেতে হয়েছিল।

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে দলের নীতিনির্ধারক ও সরকারের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থানের কারণে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয়। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি '৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিপক্ষে নির্বাচন করেননি। দলের নীতিনির্ধারক মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয় এবং রাজনীতি থেকে ক্রমেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তাকে রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবে দলীয় রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় না হলেও তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। মাদার বখ্‌শ রাজনীতির পরিবর্তে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করেন। তার প্রস্তাব অনুসারে, তারই নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে রাজশাহীতে প্রথম বেসরকারি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বরেণ্য রাজনীতিক সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতিরে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় ১৯৫৫ সালে এটি সরকারিকরণ এবং ১৯৫৮ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নামে নামকরণ করা হয়। এ ছাড়া ১৯৫৪ সালে সোবহানিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (বর্তমানে কোর্ট একাডেমি নামে পরিচিত), ১৯৬০ সালে লক্ষ্মীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ১৯৬৬ সালে রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪০ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত রাজশাহীর ঘটনাবহুল রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন শিক্ষানুরাগী মাদার বখ্‌শ। ১৯৬৭ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখে রাজনীতির এই কিংবদন্তি মাদার বখ্‌শ ইন্তেকাল করেন। স্বল্প সময়ের রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী আইনজীবী মাদার বখ্‌শ রাজশাহীর ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকবেন।

সুত্র- উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ ও তার পরিবার থেকে

সংগ্রহে- এস.এম. জিয়াউর রহমান লেলিন